

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

45545 - কউে রোজা রখেে এমন কোন দেশে সফর করল যখনে রমজান বলিম্বে শুরু হয়েছে এ ক্ষত্রেে
ঐ ব্যক্তিকে কি ৩১ দিন রোজা রাখতে হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি আমি এক দেশে রোজা পালন শুরু করে রমজান মাসে মধ্যে অন্য কোন দেশে ভ্রমণ করি যখনে রমজান
একদিন পরে শুরু হয়েছে, মাসে শেষে দিকে সে দেশবাসী যখন ৩০ তম রোজা পালন করছে তখন কি আমি তাদের সাথে রোজা
রাখব; এতে তাে আমার ৩১টি রোজা পালন হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যদকোনব্যক্তির মজানরে প্রথম রোজা যে দেশে রখেে সে দেশ থেকে এমন কোন
দেশে সফর করে যখনে ঈদুলফতির বলিম্বে হয় তাহলে সে ব্যক্তি রোজা পালন চালিয়ে যাবে তদিন না সে দেশবাসী ঈদ উদযাপন না
করে। শাইখ বনি বায় রাহমিহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী। আমাদের দেশে হজির মাস সৌদি আরবে একদিন পর শুরু হয়। রমজান মাসে আমি দেশে যাব।
আমি যদি সৌদি আরবে সিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষে করি, তাহলে আমার ৩১ দিন রোজা পালন করা
হবে। এভাবে আমার সিয়াম পালন হুকুম কি? আমি কতটি রোজা রাখব?

তিনি উত্তরে বলেন-

“আপনি যদি সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশে সিয়াম পালন শুরু করেন এবং নিজের দেশে গিয়ে বাকটি পালন করেন তাহলে
আপনার দেশের লোকদের সাথে সিয়াম ভঙ্গ করবেন তথা ঈদ উদযাপন করবেন; যদিও বা তা ৩০ দিনে বেশি হয়। কারণ নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

(الصوم يوم متصومون، والفطر يوم متفطرون)

“রোজা হল সেনিযেনিতোমরা (সকলে) রোজা পালন কর, আর ঈদুলফতির হল সেনিযেনিতোমরা (সকলে) ইফতার (রোজা ভঙ্গ)

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কর।”কিন্তুআপনযদিভিত্তিকরতগেয়ি২৯ দিনেরেকমরোজাপালনকরনে, তাহলআপনাকপেরবর্তীতে১টি
রোজাকাযাআদায়করনেতিহেববে। কারণরমজানমাস২৯দিনেরেকমহতপোরনো।” সমাপ্ত[মাজমূফাতাওয়াশ-শাইখইবনে বায
(১৫/১৫৫)]

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ এর কাছে জানতে চাওয়া হয়ছিলি:

যদি কোন ব্যক্তি এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করে যে দেশে মুসলমানরা প্রথম দেশে একদিন পরে রমজান
শুরু করছে সে ব্যক্তি সদেশে লোকদের সাথে রোজা রাখতে গিয়ে তার ৩০টির বেশি রোজা হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে হুকুম
কী?অনুরূপভাবে এ অবস্থারবপিরীতঅবস্থারহুকুম কী?

তিনি উত্তরে বলেন :

“যদি কেউ এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য মুসলিম দেশে ভ্রমণ করে এবং সেই দেশে রমজান পরে শুরু হয়, তবে তিনি ঐ দেশে লোক রোসিয়ামনা-
ছাড়া পর্যন্ত সিয়াম পালন করবেন। কারণ রোজা হল সদিন, যদিন লোক রোসিয়াম পালন করে; আর ঐ দু লক্ষিত রহল সদিন,
যদিন লোক রোরোজা ছড়ে দেয়। আর ঐ দু লক্ষিত রহল সদিন, যদিন লোক রোপশুবহে করে। তাকে এভাবে রোজা পালন করতে
হবে; যদিও বা এজন্য তাকে একদিন বা এর বেশি দিন সিয়াম পালন করতে হয়। এটাই সেই মাস যার অনুরূপ যখন কোন ব্যক্তি এমন
কোন দেশে ভ্রমণ করবে খোঁসে রুয়াস্তদরীতহয়, তবে সে ব্যক্তি সেই রুয়াস্তনা যাওয়া পর্যন্ত রোজা পালন করতে
হবে। যদিও বা এর ফলে রোজা পালন স্বাভাবিক দিনের চেয়ে দুই, তিন বা ততোধিক ঘণ্টা বলিম্বতি হয়। এছাড়া এ কারণে তাকে
বেশি দিন রোজা থাকতে হবে যেহেতু সদ্বেতীয় যে দেশে ভ্রমণ করছে সেখান (শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। অথচ নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চাঁদ দেখে রোজা রাখতে ও চাঁদ দেখে রোজা ছাড়তে নির্দেশ
দিয়েছেন। তিনি বিলছেন:

(صوموا الرؤيته، وأفطروا الرؤيته)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ধর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।”

আর বপিরীত অবস্থা হচ্ছে-কোন ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে ভ্রমণ করে যেখানে রমজান মাস প্রথম দেশে
তুলনায় আগে শুরু হয়েছে, তবে তিনি তাদের সাথেই রোজা পালন ছড়ে দিবেন এবং যে কয়দিনের রোজা বাদ পড়ছে সে
রোজাগুলো পরে কাযা আদায় করে নবিনে। যদি একদিন বাদ পড়ে তবে একদিনের রোজাকাযা করবেন। যদি দুই দিনের বাদ
পড়ে তবে দুই দিনের কাযা করবেন। তিনি ২৮ দিন পর রোজা ছাড়লে দুই দিনের রোজা কাযা আদায় করবেন। যদি উভয় দেশে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মাস ৩০দিনে শেষে হয়, আর এক দিনের কাযা করবনে যদি উভয় দশে বা যে কোন এক দশে ২৯ দিনে মাস শেষে হয়।”[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখইবনউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)] তাঁর কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল -

কটে হয়ত বলবে যে, কনে আপনাবলছনে যে প্রথম ক্ষত্রে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষত্রে রোযার কাযা পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন-

“দ্বিতীয় ক্ষত্রে রোযার কাযা রোজা পালন করতে হবে কারণ মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না। আর প্রথম ক্ষত্রে সের ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করবে কারণ তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। প্রথম ক্ষত্রে আমরা তাকে বলব রোজাছড়ে দাও যদিও তোর ২৯ দিন পূরণ হয়নি। কারণ নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর রোজাছড়ে দয়া বাধ্যতামূলক। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন রোজা পালন করা হারাম। আর কটে যদি ২৯ দিনের কম রোজা পালন করে থাকে তাহলে তাকে ২৯ দিন পূরণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন। কারণ যে দশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রমজান চলছে; নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রমজান চলছে সেখানে কভাবে রোজা ভঙ্গ করা যতে পারে?তাই আপনাকে রোজা পালন চালিয়ে যতে হবে। আর যদি তাতে মাস বড়ে যায়, তাহলে তা দিনের দর্ঘ্ব বড়ে যাওয়ার মত।”[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)]

আরও জানতে দেখুন (38101) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।